প্রথম আলো

তারিখ: 29 MAY 2005
পৃষ্ঠা – ৬ কলাম ২

৩৬ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিও স্থগিত বা বাতিল হতে পারে

বোরহানুল হক সম্রাট

দেশের প্রায় ৭০০ বেসরকারি মহাবিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক ও মহাবিদ্যালয়ের ৩৬ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিও স্থগিত বা বাতিল হতে পারে। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা নির্দেশ অনুযায়ী অতিরিক্ত জনবল, ন্যূনতম শিক্ষার্থী না থাকা, অযোগ্যতা ও অনিয়মের অভিযোগ এনে এ সুপারিশ করা হয়েছে।

জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর এ সুপারিশ করেছে। গত দু বছরে নিয়োগ পেয়েছেন এমন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক, সহকারী তত্ত্বাবধায়কদের মধ্য থেকে প্রায় ৩ শতাধিক শিক্ষক বর্তমান পদ থেকে বাদ পড়বেন। এ ধরনের অপর এক সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, শরীরচর্চা শিক্ষক, গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের পদসমূহ বাস্তবে ভিন্ন ধরনের এবং প্রযোজ্য শিক্ষা প্রশিক্ষণ ছাড়া এ ধরনের পদে এমপিওভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যায় না।

এ ছাড়া অতিরিক্ত জনবল থাকার অভিযোগে ১৫ হাজারেরও বেশি শিক্ষক ও কর্মকর্তা এবং ৫ শতাধিক কলেজের এমপিও স্থগিত বা বাতিল হতে পারে।' শিক্ষার্থী নীতিমালা ১৯৯৫ অনুযায়ী উচ্চ মাধ্যমিক মহাবিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য কমপক্ষে ৩৩ জন শিক্ষার্থী এবং উত্তীর্ণ হওয়ার সংখ্যা ন্যূনতম ৭০ জন (শতকরা ৩০ ভাগ) হতে হবে।

মন্ত্রণালয়ের অনুসন্ধানেই উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ন্যূনতম ৩৩ জন শিক্ষার্থী নেই, এমন ৮৮৪টি কলেজ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে মাত্র ১৯ জন করে শিক্ষার্থী নিয়ে চলছে এমপিওভুক্ত ৪৩২টি মহাবিদ্যালয়। গত মাসে শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ তথ্য উপস্থাপন করা হয়। জানা গেছে, এসব মহাবিদ্যালয় চিহ্নিত করার পর পর্যায়ক্রমে সেগুলোর এমপিও বাতিল বা স্থগিত করা হবে। মন্ত্রণালয়ের এ অনুসন্ধানে দেখা যায়, ঢাকার ১২২টি, রাজশাহীর ৪৬৪টি, যশোরের ৫৯টি, কুমিল্লার ৮৩টি, বরিশালের ৪৮টি, চট্টগ্রামের ৫৬টি এবং সিলেটের ৫২টি মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৩ জনেরও কম। তবে এসবের মধ্যে ডিগ্রি কলেজ থাকলে সেক্ষেত্রে শুধু উচ্চ মাধ্যমিক শাখার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানা যায়।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, শর্ত পূরণে ব্যর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এমপিও থেকে যে অর্থ বাঁচবে তা শিক্ষকদের উৎসব ভাতার জন্য ব্যয় করা হবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য বছরে ২ হাজার ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার বিষয়টি বেতন কমিশনকে ভাবিয়ে তোলে। এ অবস্থায় নতুন বেতন স্কেলে তাদের বেতন বাড়ানোর পর এমপিওভুক্তির রাশ টেনে ধরতেই সরকার এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।